সংঘাত নয়, শান্তি ও সম্প্রীতির বাংলাদেশ গড়ি

অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০২৫

সংখ্যা: ০৩

সম্প্রীতি বার্তা

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ

মাল্টি-স্টেকহোল্ডার ইনিশিয়েটিভ ফর পিস অ্যান্ড স্ট্যাবিলিটি (এমআইপিএস)

UK International Development
Partnership | Progress | Prosperity

INTERNATIONAL FOUNDATION FOR ELECTORAL SYSTEMS

The Hunger Project. BANGLADESH

ঢাকায় অনুষ্ঠিত হলো জাতীয় শান্তি সহায়ক সম্মেলন

২৪ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে রাজধানীর আগারগাঁও এর বাংলাদেশ চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে তিন শতাধিক পিস ফ্যাসিলিটেটর গ্রুপ (পিএফজি) সদস্যের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হলো জাতীয় শান্তি সহায়ক সম্মেলন ২০২৫।

সম্প্রীতি রক্ষায় গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগ ও সফলতার গল্প উপস্থাপন এবং পরস্পরের মধ্যে অভিজ্ঞতা বিনিময়ের লক্ষ্যে এই সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ এর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত মাল্টি-স্টেকহোল্ডার ইনিশিয়েটিভ ফর পিস অ্যান্ড স্ট্যাবিলিটি বা এমআইপিএস প্রকল্প এর আয়োজন করে।

এতে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ফারুক-ই-আজম (বীর প্রতীক) বলেন, নানা প্রতিকূলতার মাঝেও শান্তি ও সম্প্রীতি প্রসারে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ যেভাবে কাজ করে যাচ্ছে তা প্রশংসনীয়। ৫ আগস্ট, ২০২৪ সংশ্লিষ্ট পরিস্থিতি থেকে যদি শিক্ষা নেয়া না হয়, সংঘাত এড়িয়ে শান্তির পথে না হাঁটা যায় তবে আবারও বড় দুর্ভোগে পড়তে হবে বলে মন্তব্য করেন উপদেষ্টা। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে সুজন এর প্রধান নির্বাহী ও সাবেক জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সদস্য ড. বদিউল আলম মজুমদার বলেন, সংঘাত, অশান্তি, দমন-পীড়ন আদতে ভালো কিছু আনে না যার প্রমাণ অতীতে দেখা গেছে। ধর্ম, বর্ণ, জাত হিসেবে ভিন্ন চিন্তা থাকবে; মতপার্থক্য থাকবে কিন্তু তা যেন মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে বাধাগ্রস্থ না করে; সহিংস আচরণ যেন কেউ না করে তার উপর জোর দিতে হবে বলে মন্তব্য করেন ড. মজুমদার।

সম্মেলনে আট বিভাগ থেকে আটজন শান্তি সহায়ক শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় পিএফজি'র ভূমিকা ও সাফল্যের গল্প তুলে ধরেন। আলোচনায় অংশ নিয়ে অনেকেই জানান, এই সম্মেলনে পাওয়া বিভিন্ন অভিজ্ঞতা, সাফল্য ও চ্যালেঞ্জের গল্প তাদের কাজকে আরও গতিশীল করবে। এছাড়াও সকলের অংশগ্রহণে একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

শান্তি সহায়ক সম্মেলনে আরও বক্তব্য রাখেন, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো'র মহাপরিচালক মো. দাউদ মিয়া, এনডিসি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষক ও গবেষক অধ্যাপক ড. মেঘনা গুহঠাকুরতা, ব্রিটিশ হাই কমিশনের পলিটিক্যাল কাউন্সেলর এবং গভার্নেন্স অ্যান্ড পলিটিক্যাল টিম এর প্রধান টিমথি ডাকেট এবং ব্লাস্টের অনারারি নির্বাহী পরিচালক ব্যারিস্টার সারা হোসেন।

জাতীয় শান্তি সহায়ক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন রাজশাহীর পিস অ্যাম্বাসেডর নেটওয়ার্কের সমন্বয়কারী শেখ মো. মকবুল হোসেন। সম্মেলনের শুরুতে সবাইকে স্বাগত জানিয়ে সূচনা বক্তব্য দেন দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ'র কান্ট্রি ডিরেক্টর প্রশান্ত ত্রিপুরা।

উল্লেখ্য, এমআইপিএস প্রকল্পের আওতায় বর্তমানে দেশের ৩২টি জেলার ৯৬টি উপজেলায় শান্তি সহায়ক দল কাজ করছে। এ প্রকল্প বাস্তবায়নে সহযোগিতা করছে যুক্তরাজ্য সরকারের ফরেইন, কমনওয়েলথ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অফিস (এফসিডিও)।

সহিংসতার বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থানের প্রতিশ্রুতি

জাতীয় নারী শান্তি সহায়ক সম্মেলন

সহিংসতার বিরুদ্ধে সম্মিলিত প্রতিরোধের শপথ নিয়ে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ এর এমআইপিএস প্রকল্পের উদ্যোগে ২৬ ও ২৭ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হল জাতীয় নারী শান্তি সহায়ক সম্মেলন ২০২৫।

মানিকগঞ্জের কৈট্টায় অবস্থিত প্রশিকা মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রে প্রায় ২০০ নারী ও ৫০ জন পুরুষ শান্তি সহায়কের অংশগ্রহণে দিনব্যাপী জাতীয় সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীরা সহিংসতার ধরন, বাস্তবতা ও প্রতিরোধ নিয়ে তাদের নানা উদ্যোগ, চ্যালেঞ্জ, ভাবনা, নারীর প্রতি সহিংসতা, মত প্রকাশের সুযোগ এবং শান্তি ও সম্প্রীতি রক্ষায় কাজের অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন।

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ এর কান্ট্রি ডিরেক্টর প্রশান্ত ত্রিপুরা তাঁর বক্তব্যে বলেন, অধিকাংশ মানুষই কোনো না কোনো ভাবে বৈষম্য বা সহিংসতার শিকার হয়; আর তাই সমানুভূতি নিয়ে সম্মিলিতভাবে এর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে। তিনি আরও বলেন, পরিস্থিতি, চাপ ও প্রতিকূলতার কারণে নারীর কণ্ঠস্বর চাপা পড়ে যায়। এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য নারীদের কথা, অভিজ্ঞতা ও চ্যালেঞ্জ বেশি করে শোনার সুযোগ তৈরি করে দেয়া।

সম্মেলনে নারী শান্তি সহায়ক সদস্যদের জন্য জেন্ডার সচেতনতা ও সহিংসতার শিকার হলে কিভাবে রিপোর্ট করতে হবে তা নিয়ে বিশেষ সেশন অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়াও অদম্য নারী পুরস্কার বিজয়ী ওয়েভ সদস্যদের বিশেষ সম্মাননা জানানো হয়। "সংঘাত নয়, শান্তি ও সম্প্রীতির বাংলাদেশ গড়ি"- এই শ্লোগানকে ধারণ করে রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও জাতিগত সহিংসতার ঘটনা চিহ্নিত করে তা প্রতিরোধ, প্রশমণ ও নিষ্ক্রিয় করতে সক্রিয় আছে এমআইপিএস প্রকল্পের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত দুটি দল (পিএফজি ও ওয়াইপিএজি) এবং দুটি প্ল্যাটফর্ম (ওয়েভ ও আইএফপিপি)।

শান্তি সহায়ক দলের নারী সদস্য ও অধিকার সচেতন নারীদের নিয়ে উপজেলা ভিত্তিক নারী শান্তি সহায়কদের প্ল্যাটফর্ম বা উইমেন এগেইন্সট ভায়োলেন্স এভরিহোয়্যার (ওয়েভ) গঠন করা হয়েছে। বাংলাদেশের ২৭টি জেলার ৭৪টি উপজেলায় ওয়েভ সক্রিয় আছে। এই প্ল্যাটফর্মটির সদস্যরা নিজ এলাকায় শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে বিশেষ করে নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে।

২৮ ও ২৯ ডিসেম্বর ২৪৬ জন ইয়ুথ পিস অ্যাম্বাসেডর গ্রুপ (ওয়াইপিএজি) সদস্যের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হল জাতীয় তরুণ শান্তি সহায়ক সম্মেলন ২০২৫। মানিকগঞ্জের কৈট্টায় প্রশিকা মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রে দিনব্যাপী সম্মেলন ও কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী তরুণ সদস্যরা সহিংসতার ধরন, বাস্তবতা ও প্রতিরোধ নিয়ে তাদের নানা উদ্যোগ, চ্যালেঞ্জ, ভাবনা এবং শান্তি ও সম্প্রীতির রক্ষায় নিজেদের কাজের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন।

সম্মেলনে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ এর জ্যেষ্ঠ উপদেষ্টা ও সুজন এর নির্বাহী প্রধান ড. বদিউল আলম মজুমদার, কান্ট্রি ডিরেক্টর প্রশান্ত ত্রিপুরা-সহ সংস্থার অন্যান্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

ড. বদিউল আলম মজুমদার বলেন, “স্বৈরাচারী শাসনের অবসানে আমাদের তরুণরাই অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। আশা করি, আগামীর নতুন বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রেও তরুণরা নেতৃত্ব দিবে।” তিনি বলেন, স্বৈরাচারী ব্যবস্থার অবসানে জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। প্রশান্ত ত্রিপুরা তার বক্তব্যে বলেন, “তরুণরা যুদ্ধ করে মারা যায়, বয়স্করা আখের গোছায়। তরুণরাই অতীতের সকল আন্দোলন-সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছে।

তারুণ্যের অদম্য শক্তিকে শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় কাজে লাগানোর তাগিদ

জাতীয় তরুণ শান্তি সহায়ক সম্মেলন

আশা করি, ভবিষ্যতেও তারা এ ধারা অব্যাহত রাখবেন।” তারুণ্যের অপ্রতিরোধ্য শক্তিকে কাজে লাগিয়ে অসাম্প্রদায়িক এবং শান্তি ও সম্প্রীতির বাংলাদেশ গড়ে তুলতে হবে বলে মন্তব্য করেন তিনি। উল্লেখ্য, “সংঘাত নয়, শান্তি ও সম্প্রীতির বাংলাদেশ গড়ি”- এই শ্লোগানকে ধারণ করে রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও জাতিগত সহিংসতার ঘটনা চিহ্নিত করে তা প্রতিরোধ ও প্রশমনে দেশব্যাপী সক্রিয় আছে শান্তি সহায়ক দলগুলো। এ কাজে তাদের সহযোগিতা করছে তরুণ শান্তি সহায়ক দল (ওয়াইপিএজি)।

ময়মনসিংহ ও রংপুরে স্থানীয় সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়

শান্তি ও সম্প্রীতি রক্ষায় সাংবাদিকদের ভূমিকা শীর্ষক পৃথক দুটি মতবিনিময় সভার আয়োজন করে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট। ২২ অক্টোবর ময়মনসিংহে ও ১৮ নভেম্বর রংপুরে স্থানীয় গণমাধ্যম কর্মীদের নিয়ে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয় যেখানে ৪০ জনেরও বেশি সাংবাদিক অংশ নেন।

সভায় এমআইপিএস প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পর্কে সাংবাদিকদের অবহিত করেন প্রকল্পের এমঅ্যান্ডই, রিসার্চ অ্যান্ড নলেজ ম্যানেজমেন্ট অফিসার সায়েদুল ইসলাম। দি হাঙ্গার প্রজেক্ট এর পক্ষ থেকে ময়মনসিংহ অঞ্চলের সমন্বয়কারী জয়ন্ত কর বলেন, শান্তি ও সম্প্রীতি চর্চার বিষয়। সব পক্ষ মিলেই এই উদ্যোগকে এগিয়ে নিতে হয়। সাংবাদিকরাও এ উদ্যোগের গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার বলে মন্তব্য করেন তিনি। সহিংসতার ঘটনা যেমন ঘটে; সম্প্রীতির উদাহরণ আছে। ইতিবাচক সংবাদগুলো বেশি করে তুলে ধরার আহ্বান জানান রংপুর অঞ্চলের সমন্বয়কারী রাজেশ দে। সাংবাদিকরা তাদের কাজের অভিজ্ঞতা ও বাস্তবতার নিরিখে শান্তি ও সম্প্রীতির প্রসারে ভূমিকা রাখার বিষয়ে তাদের মতামত তুলে ধরেন। সম্প্রীতির তথ্য বেশি করে বিনিময়ের পরামর্শ দেন তারা।

রংপুরের মতবিনিময় সভায় সংশ্লিষ্ট ফিল্ড কোঅর্ডিনেটর ফরিদা ইয়াসমিন ও মংমনসিংহে ফিল্ড কোঅর্ডিনেটর এম আখতারুজ্জামান উপস্থিত ছিলেন।

এমআইপিএস কার্যক্রমের খণ্ডচিত্র

ঢাকা/চট্টগ্রাম অঞ্চল

সনাতন (হিন্দু) ধর্মীয় মহোৎসব শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে পূজা মন্ডপে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন মানিকগঞ্জ সদর পিএফজি'র সদস্যরা।

উখিয়া (বামে) , ছাগলনাইয়া (মাঝে) ও লাকসাম (ডানে) পিএফজি ও ওয়েভ সদস্যদের জেন্ডার সচেতনতা ও সহিংসতা প্রতিরোধ বিষয়ক প্রশিক্ষণের আয়োজন করে এমআইপিএস প্রকল্প।

নরসিংদী সদর (বামে) ও ফেনীর পরশুরাম (ডানে) ইয়ুথ পিস এম্বাসেডর গ্রুপ (ওয়াইপিএজি) সদস্যদের তিন দিনের তরুণ নেতৃত্ব বিকাশ বিষয়ক প্রশিক্ষণ শেষে সনদ প্রদান করা হয়।

ফেনী সদর (বামে), ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর (মাঝে) ও সীতাকুণ্ডতে নারী শান্তি সহায়কদের প্লাটফর্ম (ওয়েভ) গঠন করা হয়।

কক্সবাজার ওয়েভ'র আয়োজনে ১৬ দিন ব্যাপী আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সহিংসতা নিরসন ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় বিভিন্ন অংশীজন নিয়ে সম্প্রীতি সমাবেশের আয়োজন করে শ্রীনগর পিএফজি।

এমআইপিএস কার্যক্রমের খণ্ডচিত্র

রাজশাহী/রংপুর অঞ্চল

বদরগঞ্জ পিএফজির আয়োজনে অবাধ, নিরপেক্ষ ও সহিংসতামুক্ত নির্বাচনে করণীয় শীর্ষক সংলাপে প্রশাসনের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা এবং জনসাধারণকে আইন মেনে চলার পরামর্শ দেন বক্তারা। সংলাপে প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. মিজানুর রহমান।

নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ ২০২৫ উপলক্ষে গাইবান্ধা সদর (বামে) ও নওগাঁ রাণীনগর ওয়েভ'র আয়োজনে অনুষ্ঠিত পৃথক মানববন্ধনে সহিংসতাকারীদের দ্রুত বিচার, আইন শক্তিশালীকরণ ও তরুণসহ সবাইকে সচেতন করার আহ্বান জানানো হয়।

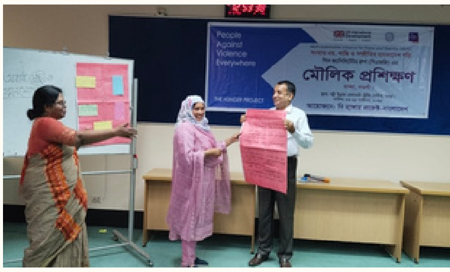

পিএফজি সদস্যদের মৌলিক প্রশিক্ষণ ও ওয়াইপিএজি সদস্যদের তরুণ নেতৃত্ব বিকাশ বিষয়ক প্রশিক্ষণের আয়োজন করে এমআইপিএস প্রকল্প।

পৃথকভাবে আন্তঃধর্মীয় সংলাপ (বামে) ও সম্প্রীতি সমাবেশের আয়োজন করে চারঘাট ও বাঘা পিএফজি। এতে স্থানীয় প্রশাসন, নাগরিক সমাজ, ধর্মীয় নেতা ও স্থানীয়রা অংশগ্রহণ করেন।

তরুণদের সামাজিক উদ্যোগ প্রকল্পের অংশ হিসেবে মাদক সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তুলতে সচেতনতামূলক প্রচারণা চালিয়েছে দুপচাঁচিয়া ওয়াইপিএজি।

এমআইপিএস কার্যক্রমের খণ্ডচিত্র

খুলনা/বরিশাল অঞ্চল

২৪শে নভেম্বর, ২০২৫ এ ঢাকায় অনুষ্ঠিত জাতীয় শান্তি সহায়ক সম্মেলনে অংশ নেন খুলনা ক্লাস্টারের বিভিন্ন উপজেলার পিএফজি সদস্যরা। এখানে তারা শান্তি ও সম্প্রীতি রক্ষায় তাদের উদ্যোগ ও অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেন।

যশোরে অনুষ্ঠিত আন্তঃধর্মীয় সংলাপে (বামে) প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আশেক হাসান। ফকিরহাট পিএফজির আয়োজনে আন্তঃধর্মীয় সংলাপ শান্তি প্রতিষ্ঠার শপথ নেন অংশগ্রহণকারীরা।

মেহেরপুর সদর পিএফজি'র আয়োজনে শান্তি সমাবেশে প্রধান অতিথি ছিলেন ইউএনও মোঃ খায়রুল ইসলাম।

খুলনার বটিয়াঘাটা (বামে) ও বাগেরহাটের মংলা পিএফজি সদস্যদের জেন্ডার নিয়ে সচেতন ও সংবেদনশীল করার লক্ষ্যে আলাদা জেন্ডার সহিংসতা বিষয়ক প্রশিক্ষণের আয়োজন করে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ।

তরুণদের সামাজিক উদ্যোগ প্রকল্পের আওতায় ঝালকাঠির রাজাপুর ওয়াইপিএজি'র উদ্যোগে সম্প্রীতির মেলা'র আয়োজন করা হয়।

১৬ দিনব্যাপি আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ উপলক্ষে মেহেরপুর ওয়েভ'র উদ্যোগে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

খুলনা ও বাগেরহাটের পিএফজি সদস্যদের নিয়ে পিস অ্যাম্বাসেডর নেটওয়ার্ক (প্যান) সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এমআইপিএস কার্যক্রমের খণ্ডচিত্র

সিলেট/ময়মনসিংহ অঞ্চল

এমআইপিএস প্রকল্পের আয়োজনে ময়মনসিংহ সিটি করপোরেশন মিলনায়তনে 'আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি: বাস্তবতা ও করণীয়' শীর্ষক আঞ্চলিক সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়।

সহিংসতামুক্ত শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের দাবিতে সম্প্রীতির ম্যারাথন দৌড়ের আয়োজন করে কিশোরগঞ্জের পাকুন্দিয়া পিস ফ্যাসিলিটেটর গ্রুপ।

আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ উপলক্ষে সাত জন অদম্য নারীকে সম্মাননা জানায় সুনামগঞ্জ সদর ওয়েভ।

সিলেটে পিস অ্যাম্বাসেডর নেটওয়ার্ক গঠন বিষয়ক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট'র আয়োজনে মৌলভীবাজার সদর ও শায়েস্তাগঞ্জ পিএফজি সদস্যদের জন্য নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠত হয়।

তরুণদের সামাজিক উদ্যোগ প্রকল্পের আওতায় শ্রীমঙ্গল ওয়াইপিএজির আয়োজনে নয়া কুড়ি উৎসব ও বিশ্বম্ভরপুর ওয়াইপিএজির আয়োজনে হাজং সম্প্রদায়ের দেউলি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

২০২৫ সালে এমআইপিএস কার্যক্রমের সার সংক্ষেপ

ইভেন্ট	সংখ্যা	অংশগ্রহণকারী
পিএফজি ত্রৈমাসিক সভা	২৯১	৫৪০৯ জন
ওয়াইপিএজি ত্রৈমাসিক সভা	২৮৫	৪,০৪৯ জন
পিএফজি সদস্যদের মৌলিক প্রশিক্ষণ	২৩	৫৬৮ জন
তরুণ নেতৃত্ব বিকাশ বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৩৮	৫৫৫ জন
জেন্ডার সহিংসতা প্রতিরোধ বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৬৫	৭৮৬ জন
পিস অ্যাম্বাসেডর নেটওয়ার্ক (প্যান) গঠন	১২	২৫০ জন
পিস ইভেন্ট	১৭৬	১০০৫৪ জন
সামাজিক উদ্যোগ প্রকল্প	৩৭	১১৭৬ জন
শান্তি সহায়কদের জাতীয় সম্মেলন (সাধারণ/ নারী/তরুণ)	৩	৮৪২ জন

জেলা	উপজেলা	জেলা	উপজেলা	জেলা	উপজেলা	জেলা	উপজেলা
মানিকগঞ্জ	১	মেহেরপুর	২	নওগাঁ	৬	সুনামগঞ্জ	৫
মুন্সীগঞ্জ	২	যশোর	২	বগুড়া	২	ময়মনসিংহ	২
নরসিংদী	২	ঝালকাঠি	১	নাটোর	১	কিশোরগঞ্জ	৩
কুমিল্লা	১	বাগেরহাট	৫	রাজশাহী	৯		
ফেনী	৬	খুলনা	৩	মৌলভীবাজার	২		
চট্টগ্রাম	১	সাতক্ষীরা	২	হবিগঞ্জ	২		
কক্সবাজার	৪	রংপুর	২	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	১		
কুষ্টিয়া	১	গাইবান্ধা	৩	সিলেট	৩		

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ

বিশ্বব্যাপী ক্ষুধা ও দারিদ্র্য দূরীকরণের ব্রত নিয়ে একটি আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাব্রতী সংস্থা হিসেবে ১৯৭৭ সালে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর যাত্রা শুরু হয়। ইউরোপ-অস্ট্রেলিয়াসহ এশিয়া, আফ্রিকা এবং ল্যাতিন আমেরিকার ২২টি দেশে এর কার্যক্রম বিস্তৃত। ১৯৯১ সালে এনজিও ব্যুরোর নিবন্ধন প্রাপ্তির মাধ্যমে বাংলাদেশে কাজ শুরু করে।

মাল্টি-স্টেকহোল্ডার ইনিশিয়েটিভ ফর পিস অ্যান্ড স্ট্যাবিলিটি (এমআইপিএস)

মাল্টি-স্টেকহোল্ডার ইনিশিয়েটিভ ফর পিস অ্যান্ড স্ট্যাবিলিটি (এমআইপিএস) প্রকল্প শান্তি, সম্প্রীতি ও স্থিতিশীল বাংলাদেশ গড়ার কাজে সহায়তার লক্ষ্যে কাজ করছে। এই প্রকল্পটি দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ ও ইন্টারন্যাশনাল ফাউন্ডেশন ফর ইলেক্টোরাল সিস্টেমস (আইএফইএস) এর যৌথ অংশীদারিত্বে যুক্তরাজ্য সরকারের ফরেইন কমনওয়েলথ এন্ড ডেভেলপমেন্ট অফিস (এফসিডিও) এর অর্থায়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে। সম্মিলিত উদ্যোগে বাংলাদেশের রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও জাতিগত সহিংসতার ঘটনা চিহ্নিত, প্রতিরোধ, প্রশমন ও নিষ্ক্রিয় করার মাধ্যমে সহনশীলতা বৃদ্ধি এবং সকলের মধ্যে শান্তি ও সম্প্রীতি জোরদার করাই এমআইপিএস প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

পিস ফ্যাসিলিটেটর গ্রুপ (পিএফজি)

ইয়ুথ পিস অ্যাম্বাসেডর গ্রুপ (ওয়াইপিএজি)

উইমেন এগেইন্সট ভায়োলেন্স এডভোকেট্স (ওয়েভ)

ইন্টারফেইথ পিস প্লাটফর্ম (আইএফপিপি)

সার্বিক তত্ত্বাবধানে
প্রশান্ত ত্রিপুরা

কৃতজ্ঞতা
এমআইপিএস প্রকল্পের আঞ্চলিক পর্যায়ের সহকর্মীবৃন্দ

এমঅ্যান্ডই, রিসার্চ অ্যান্ড নলেজ ম্যানেজমেন্ট কমপোনেন্ট থেকে প্রস্তুতকৃত ও প্রকাশিত

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ
হেরাল্ডিক হাইটস (লেভেল-৭), ২/২, ব্লক-এ, মিরপুর রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা- ১২০৭
০২২২২২৪৩৯৫৫, ০২২২২২৪৩৯৫৬ infobd@thp.org thp.org | thpbd.org facebook.com/THP-Bangladesh
The Hunger Project. BANGLADESH